সংবাদ

তারিখ 10 APR 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

মানহীন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ

দেশে বর্তমানে ৩২টি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আছে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৮টি এবং ২১টি বিএনপি সরকারের আমলে অনুমোদন পেয়েছে। আমাদের এক সহযোগী দৈনিকের অনুসন্ধানী রিপোর্ট অনুযায়ী ৫-৬টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ছাড়া ২৫-২৬টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে দলীয় অথবা 'বিশেষ বিবেচনায়'। প্রতিবেদনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়ার লোভে একশ্রেণীর ব্যক্তি মেডিকেল শিক্ষার নামে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছে। আরও অভিযোগ করা হচ্ছে যে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে একশ্রেণীর কর্মকর্তা মোটা অঙ্কের উৎকোচের বিনিময়ে এসব বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দিয়েছে।

দেশের অর্ধশতাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশের যে ভয়াবহ দুরবস্থা এর আগে আবিষ্কার করা হয়েছিল, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোর অবস্থা তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। গত রোববার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে গঠিত পরিদর্শক দল ৬টি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করে দেখতে পায় সেখানে শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই। নেই ডাক্তার তৈরি করার কোন পরিবেশের নামগন্ধ। এগুলোতে অভিজ্ঞ শিক্ষক, নিজস্ব ভবন, যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ কিছুই নেই। কর্মকর্তারা এর মধ্যে ৫টি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এই তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাজধানীরই আশপাশে। এদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে বলে তদন্ত দলের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। রাজধানীর বাইরে ডজনখানেক প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের চিত্র নাকি আরও ভয়াবহ।

নিয়ম অনুযায়ী ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করলে মেডিকেল কলেজে ২৫০ বেডের হাসপাতাল, সব বিষয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ থাকা বাধ্যতামূলক। এ ব্যবস্থা থাকার পরই তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়ার কথা। বিগত জোট সরকারের আমলে ১৭টি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়। অনুমোদন দেয়ার আগে তদন্তকারী দল পরিদর্শনের পর এসব প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল শিক্ষার পরিবেশ নেই বলে প্রতিবেদন দাখিল করে। এসব প্রতিবেদন উপেক্ষা করে অর্থের বিনিময়ে অনেক মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, এক একটি মেডিকেল কলেজের অনুমোদনের পেছনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টির ডিন প্রায় অর্ধকোটি টাকার উৎকোচ এবং মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কয়েকভাগে অনুরূপ উৎকোচ দেয়া হয়েছিল। মানহীন এবং নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদন পাওয়ার অযোগ্য মেডিকেল কলেজের অনুমোদন-বাণিজ্যের সঙ্গে বিএনপির অঙ্গ সংগঠন ডক্টরস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ড্যাব)-এর প্রথম সারির কয়েকজন নেতা জড়িত বলেও অভিযোগ করা হচ্ছে।

দেশের বেশ কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যেমন উচ্চশিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে কলঙ্কিত করেছে, মানহীন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলো তার চেয়ে অনেক বেশি কালিমা লেপন করেছে। এ দেশে বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ছিল একটি মহৎ উদ্যোগ। অর্থশালী ব্যক্তিদের আর্থিক আনুকূল্যেই তা করা হতো। আর এখন এসব হয়ে পড়েছে টাকা কামানোর ফন্দিফিকির। এসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নাম ভাঙিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করা হয়। মানহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তার চেয়েও অনেক কঠোরভাবে মানহীন তথাকথিত মেডিকেল কলেজের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা এর সঙ্গে জড়িত আছে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার প্রশ্নটি। শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ই নয়, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব আছে।